শিশু সংখ্যা

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ

বর্ষ ২৭ | সংখ্যা ৫ | মে ২০১৮

বিশ্বের সকল মায়ের প্রতি
আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৭। সংখ্যা ৫
মে ২০১৮

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: সাহিদুল ইসলাম
ছালেহা আক্তার

গ্রন্থনা ও সংকলন
লুৎফুন নাহার তিথি

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

মে সংখ্যা এখন তোমাদের হাতে। এ মাসেই মা দিবস। সারা দুনিয়ায় দিবসটি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে পালিত হয়। মায়ের জন্য আমাদের রয়েছে অন্তর ভরা ভালোবাসা। তার কিছু প্রকাশ করা হয় এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে। মায়ের চেয়ে আপন কেউ নেই এই দুনিয়ায়। মা হলেন আমাদের সেরা বন্ধু, আমাদের সবচেয়ে আপনজন। একমাত্র মা-ই নিজের জীবন দিয়ে হলেও সন্তানকে রক্ষা করেন। সন্তানের সকল বিপদ দূর করার চেষ্টা করেন।

তাই মাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানানোর নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মায়ের প্রতি ভালবাসা প্রতিটি মুহূর্তের। তারপরও এই দিনে বিশ্বের সকল মানুষ একসাথে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। এজন্যই আন্তর্জাতিকভাবে 'মা দিবস' পালন করা হয়।

এ সংখ্যায় আমরা 'মা দিবস' পালনের ইতিহাস সম্পর্কে জানব। এছাড়া মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো নিয়ে রয়েছে একটি গল্প। অন্যান্য লেখার পাশাপাশি আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে কিছু কথা। আছে ছড়া ও তোমাদের আঁকা ছবি। আশা করি এবারের সংখ্যাটিও তোমাদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

- মা দিবস ১-২
- ঋণ শোধ ৩-৪
- মমতাময়ী মা মাদার তেরেসা ৫-৭
- ধাঁধা ৮
- মহাকাশে বাংলাদেশের স্বপ্নের সূচনা ৯-১০
- ছড়া ১১
- শিশুদের আঁকা ছবি ১২
- অংকের ম্যাজিক ১৩

মা দিবস

মূল রচনা

এই দুনিয়ার সবচেয়ে মধুরতম শব্দ হলো 'মা'। মা শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে মন শান্তিতে ভরে যায়। মা আমাদের প্রথম কথা বলা শেখান, এজন্যই মায়ের ভাষা হয় মাতৃ ভাষা। মা হচ্ছেন মমতা, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও পরম আশ্রয়। মা সন্তানের অভিভাবক, পরিচালক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও বড় বন্ধু।

মায়ের জন্য ভালোবাসা প্রতিদিনের। প্রতি মূহুর্তের। মায়ের প্রতি ভালোবাসা কখনো দিবস দিয়ে পূরণ করা যায় না। তবুও প্রতি বছর ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে পালন করা হয় 'মা দিবস'। বাংলাদেশেও আজকাল আমরা পালন করি 'মা দিবস'। কেউ কেউ নিজের হাতে কার্ড তৈরি করে মাকে দিই। ফুল বা নানা উপহার কিনে দিই। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানি না, কবে থেকে শুরু হলো মা দিবস? কীভাবেই বা এলো এই মা দিবস?

তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বের বৃহত্তম অন লাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ার কথা জানো। সেখানে উল্লেখ আছে 'মা দিবসের' প্রচলন শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসের মাতৃ আরাধনার প্রথা থেকে। তখন গ্রিক দেবতাদের মধ্যে দেবী 'সিবেলে'র উদ্দেশ্যে পালন হতো এই উৎসব। এছাড়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় 'মা দিবস' পালিত হতো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। রোমানরা তারা অবশ্য দিনটিকে উৎসর্গ করেছিলেন দেবী 'জুনো'র প্রতি। এদিন মায়েদের উপহার দেয়া হতো। যুক্তরাজ্যেও উদ্‌যাপন করা হতো 'মাদারিং সানডে'।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে প্রচলিত 'মা দিবস'টি আসে মূলত আমেরিকানদের কাছ থেকে। বর্তমানে আমরা যে মা দিবস পালন করি তা শুরু হয় ১৯০৮সালে। আমেরিকার আনা জার্ভিস প্রথম মা দিবস পালনের উদ্যোগ নেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯১১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে মা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯১২ সালে আনা জার্ভিস স্থাপন করেন 'মাদার'স ডে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন'। পরে ১৯১৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সে মাসের দ্বিতীয় রোববার সকল মায়েদের সম্মানে এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেন। দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষনা করেন। এরপর পৃথিবীর দেশে দেশে মা দিবস পালনের রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে মা দিবসের যাত্রা। ১৯৬২ সালে এই দিবসটি আন্তর্জাতিক দিবসের স্বীকৃতি পায়।

এরই ধারাবাহিকতায় এখন বাংলাদেশেও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় 'মা দিবস'। ঘরে-বাইরে সর্বক্ষত্রে মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে দেশে 'মা দিবস' পালন করা হয়।

মা দিবসের উদ্দেশ্য, প্রতিটি মাকে যথাযথ সম্মান দেয়া। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেয়া।

আমাদের দেশে মাকে সম্মান করার রেওয়াজ বহুকাল আগে থেকেই। বৃদ্ধ বয়সে মায়ের দেখাশোনা সন্তানরাই করে থাকে। শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া প্রত্যেক মায়ের অধিকার। মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন। সেই মাকে কোনোভাবেই কষ্ট দেয়া বা অবহেলা করা ঠিক নয়। এজন্য প্রত্যেক ধর্মেই মাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে। আমরা আমাদের মাকে সবসময় ভালোবাসব। তার খাওয়া দাওয়া ও শরীরের দিকে খেয়াল রাখব। তার কাজে সহযোগিতা করব।

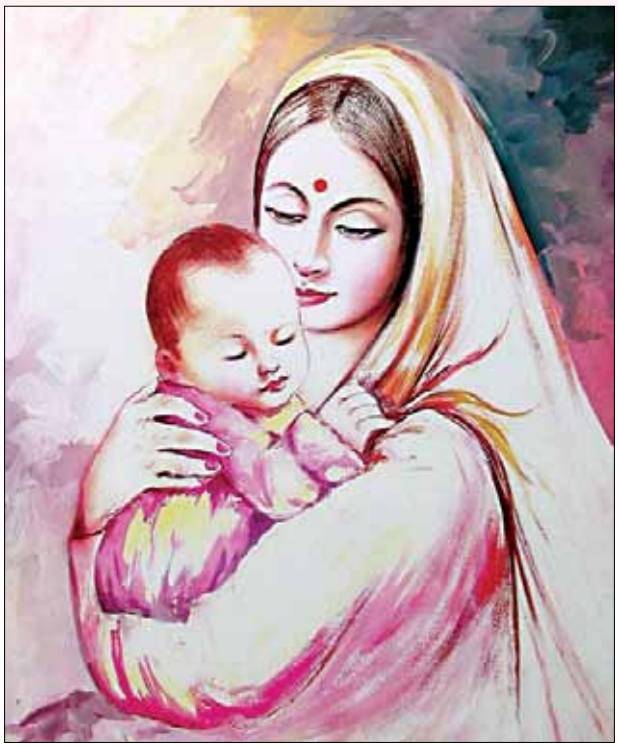

মায়ের কথা মেনে চলব। মা যাতে খুশি হন, সেই কাজগুলো করব।

তোমরা তোমাদের মা'কে নিয়ে লিখ। এরপর নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। তোমাদের নাম ও লেখা ছাপা হবে আলাপে।

সূত্র ও ছবি: উইকিপিডিয়া ও ইন্টারনেট

ঋণ শোধ

গল্প

সন্তান জন্মের আগেই মারা যায় লাইলির স্বামী। এর কিছুদিন পর লাইলির একটি ছেলে সন্তান হয়। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে লালন পালন করতে শুরু করে সে। এজন্য পাশের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নেয় লাইলি।

ছেলেটি এক সময় বড় হয়। ছেলেকে বিয়ে করায় লাইলি। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন পর ছেলেটি বদলে যেতে শুরু করে। মায়ের সাথে খারাপ আচরণ শুরু করে সে। একদিন বাড়ি থেকে বের করে দেয় মাকে। এ সময় লাইলি খুবই অসহায় হয়ে পড়ে।

এখন কোথায় যাবে সে? কে তাকে খাওয়াবে, কে পরাবে? কাজ করে খাওয়ার মতো শক্তিও তো নাই শরীরে। বাধ্য হয়ে লাইলি এলাকার মেম্বারকে তার অবস্থার কথা জানায়।

তখন মেম্বার এলাকার লোকজনদের ডাকে। নিজের বাড়িতে বিচার বসায়। সবার সামনে সে ছেলেটির কাছে জানতে চায়, কেন সে তার মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল? ছেলে বলল, মা বুড়ো হয়ে গেছে। বাড়ির কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। তাছাড়া প্রায়ই অসুখ হয়। ওষুধ কিনতে হয়। অন্যদিকে বউয়ের সাথেও তার বনিবনা নাই। সংসারে ঝগড়া লেগেই থাকে। কত আর সহ্য করা যায়? তাছাড়া তার যে আয় হয়, তা দিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হয়! মাকে পালবে কী করে?

মেম্বার তখন ওই ছেলেকে বলল, ঠিক আছে মাকে তোমার আর দেখা-শুনা করা লাগবে

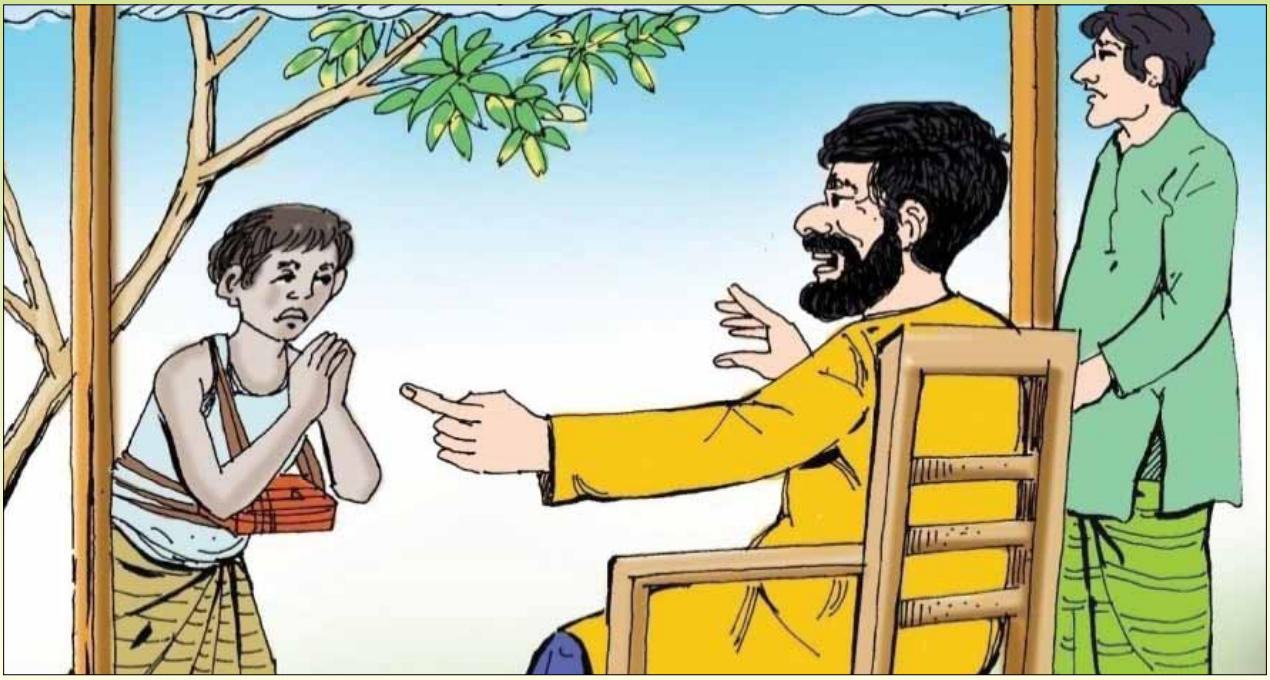

না। তোমার মাকে আজ থেকে আমিই পালব। তবে আমার একটি শর্ত আছে! ছেলেটি বলল, কি শর্ত? মেম্বার বলল, তোমাকে বড় করতে তোমার মা অনেক কষ্ট করেছে। ১০ মাস ১০ দিন পেটে রেখে জন্ম দিয়েছে। খেয়ে না খেয়ে বড় করেছে। তাই তোমাকে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। এতে তোমার ঋণ শোধ হবে। ছেলে ভাবল, শর্ত পূরণ করলে যদি ঋণ শোধ হয়, তাহলে ক্ষতি কী! সংসারের বোঝাও কমে যাবে। সে শর্তে রাজি হলো। শর্ত অনুযায়ী মেম্বার ছেলেটির পেটে একটা ইঁট বেঁধে দিল। তারপর বলল, এটা তুমি ৩ মাস তোমার পেটের সাথে বেঁধে রাখবে। তাহলেই তোমার মাতৃঋণ শোধ হবে। ছেলেটি ইট বাঁধা অবস্থায় বাড়ি ফিরে গেল।

প্রথম ১-২ দিন সে কোনোভাবে কাটাল। কিন্তু ২ দিন পরই ইঁট তার কাছে ১০মন ওজনের পাথরের মতো মনে হতে লাগল। ছেলেটি তখন তার ভুল বুঝতে পারল। সে মেম্বারের কাছে ছুটে গেল। বলল, আমাকে মাফ করে দিন। আমি এখন বুঝেছি, সন্তান জন্ম দিতে একজন মায়ের কত কষ্ট হয়।

মেম্বার বলল, আমার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে মাফ চাও। আর মায়ের কাছে মাফ চাও। সারা জীবন সেবা করেও বাবা মায়ের ঋণ শোধ হয় না। একদিন তুমিও বাবা হবে। বৃদ্ধ বয়সে তোমার সন্তান তোমার সাথে এমন করতে পারে। তখন তুমি কার কাছে আশ্রয় নিবে? প্রত্যেকেরই উচিত বাবা মায়ের যত্ন করা। মা-বাবার খুশিতে আল্লাহ্ নিজেও খুশি হন। ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মে বাবা মাকে শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাবা মায়ের সেবা করা সকলেরই দায়িত্ব। শুধু জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত্যুর পরও আল্লাহ্র কাছে তাদের জন্য দোয়া চাইতে হয়। ছেলেটি তার ভুল বুঝতে পারল। মায়ের কাছে ক্ষমা চাইল। মাকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

গল্প: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

মমতাময়ী মা ‘মাদার তেরেসা’

জীবনী

সারাবিশ্বের অসহায় মানুষের মমতাময়ী মায়ের প্রতিমুর্তি ছিলেন যে নারী, তিনিই মাদার তেরেসা। সন্তানের জন্ম না দিয়েও লাখো সন্তানের মা ছিলেন তিনি। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের সেবা করেছেন। আজ আমরা এই মমতাময়ী মায়ের কথা জানব।

ছোটবেলা

দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের মেসিডোনিয়ার ‘স্কাপা’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দিনটি ছিল ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান ছিলেন তিনি। তার পুরো নাম ‘এগনেস গোক্সি বোজেক্সা’ (পরবর্তীতে মাদার তেরেসা)। তার বাবার নাম ছিল ‘নিকোল বোজেক্সা’। আর মায়ের নাম ছিল ‘ড্রানাফিল বোজেক্সা’। বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি মাত্র আট বছর বয়সে। মাত্র বারো বছর বয়সে এগনেস মানবসেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। মায়ের কাছেই তার প্রথম আর্তমানবতার সেবার শিক্ষা লাভ হয়। একে তো ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম। তার ওপর মায়ের ছিল চার্চের প্রতি প্রবল আনুগত্য। মায়ের এই আনুগত্য তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ছোট্ট এগনেস সারাজীবন মনে রেখেছিল মায়ের কথাগুলো-‘বাছা, অন্যদের না দিয়ে কখনো এক লোকমা খাবারও মুখে তুলো না। আর জেনো, তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আমাদের আত্মীয় না। কিন্তু সকল মানুষই আমাদের আপন, আমাদের নিজের’।

শিক্ষা জীবন

তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় একটি মিশনারী স্কুলে। পরে শিক্ষাগ্রহণ করেন রাষ্ট্রচালিত একটি মাধ্যমিক স্কুলে। বালিকা এগনেস গান গাইতেন। তার সুন্দর কণ্ঠের মাধুর্য ধর্মীয় গানগুলোকে নতুন মাত্রা দিতো।

সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ

১৯২৮ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে ঘর ছেড়ে পৃথিবীর পথে পা বাড়ান এগনেস। নিজেকে উৎসর্গ করেন আর্ত মানবতার সেবার জন্য। ঘর ও সংসার জীবনের আনন্দ ত্যাগ করে মানবসেবাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নেন তিনি। যোগ দেন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে মিশনারী মেয়েদের দল 'সিস্টার্স অব লোরেটো'তে। সেখানেই তিনি সাধু সেইন্ট তেরেসার নামানুসারে 'সিস্টার ম্যারি তেরেসা' নাম গ্রহণ করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি ভারতে পাড়ি জমান এবং দার্জিলিংয়ে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। পূর্ব কলকাতায় বহু বছর তিনি মেয়েদের মিশনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি খুব ভালো বাংলা ও হিন্দী শিখে নেন।

তিনি নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মৌলিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেন। আর তারপর খুবই সামান্য সম্বল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভারতের রাস্তায়। যারা সবচেয়ে অসহায়, সেই আশাহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষদের সেবার জন্য পথে নামেন তিনি। এমন প্রায়ই হতো যে অন্যের মুখে খাবার দিতে গিয়ে তিনি নিজেই অনাহারে থেকেছেন। এমনকি খাবারের জন্য হাত পাততে হয়েছে অন্যদের কাছে। তার পুরো জীবনটাই কেটেছে এভাবে।

'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' গঠন

দুঃখী মানুষকে তিনি মায়ের স্নেহ-মমতায় বুকে তুলে নিতেন। এভাবেই তিনি সিস্টার থেকে মা হয়ে ওঠেন এক সময়। মাত্র পাঁচ টাকা মূলধন নিয়ে তিনি 'মিশনারীজ অব চ্যারিটি' নামের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। তা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে

পড়েছে। প্রথমে গৃহহীন মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি চালু করেন খোলা আকাশের নিচে এক বিনামূল্যের বিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ৫ই অক্টোবর কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে স্বীকৃতি পায় এটি। ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মাদার তেরেসার এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থ সাহায্য পেতে থাকে। আর তার সাথে বাড়তে থাকে তাদের কর্মের পরিধি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে মাদার তেরেসা গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রম, একটি অনাথ আশ্রম, একটি নার্সিং হোম, একটি মা ও শিশু ক্লিনিক এবং একটি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির আরো অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে পৌঁছাতে থাকে তার স্নেহের স্পর্শ। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে অনেক সেবামূলক কাজ করেন তিনি। তাই বাংলাদেশেও আছে তার অনেক প্রতিষ্ঠান।

নোবেল পুরস্কার লাভ

মানবতার সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তির জন্য মাদার তেরেসাকে ১৯৭৯ সনে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। নোবেল পুরস্কারের ১৫ লক্ষ টাকার সবই তিনি দান করেন মানবতার সেবায়। অন্যান্য

পুরস্কারের প্রায় এক কোটি টাকাও তিনি দান করে দেন সেবামূলক কাজে। ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' লাভ করেন তিনি।

শেষ জীবন

১৯৮৩ সালে রোম সফরের সময় মাদার তেরেসার প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়। ১৯৮৯ সালে আবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর তার দেহে কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে হৃদরোগের আরও অবনতি ঘটে। ১৯৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর। তিনি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ও অনুকরণীয়।

সূত্র এবং ছবি: উইকিপিডিয়া ও ইন্টারনেট

ধাঁধা

১

মায়ে আছে, মামায় আছে,
বাবার মধ্যে নাই
তোমাতে আছে, আমাতে আছে,
তাহার সাথে নাই।

২

এমন কোন সে নারী ভাই
যাকে দুবার ডাকলে আসে
তার ভাই।

৩

এমন কোন চালক আছে
যার নামে মা মেয়ে
পাশাপাশি বসে।

৪

ঘরে আছে পাড়ায় নাই,
ছেলেতে পাবে বাবায় নাই
মায়ের মাঝে পাবে মামায় নাই,
সেকি বলে দেখি ভাই?

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর: ঘুরি,সন্দেশ,খই ও কাঁচের চুড়ি

সংগ্রহ: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* ইন্টারনেট

মহাকাশে বাংলাদেশের স্বপ্নের সূচনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন হয়। এর মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মহাকাশ জয়ের সূচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপনের। বঙ্গবন্ধু-১ এর মাধ্যমে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ প্রবেশ করে কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইটের জগতে।

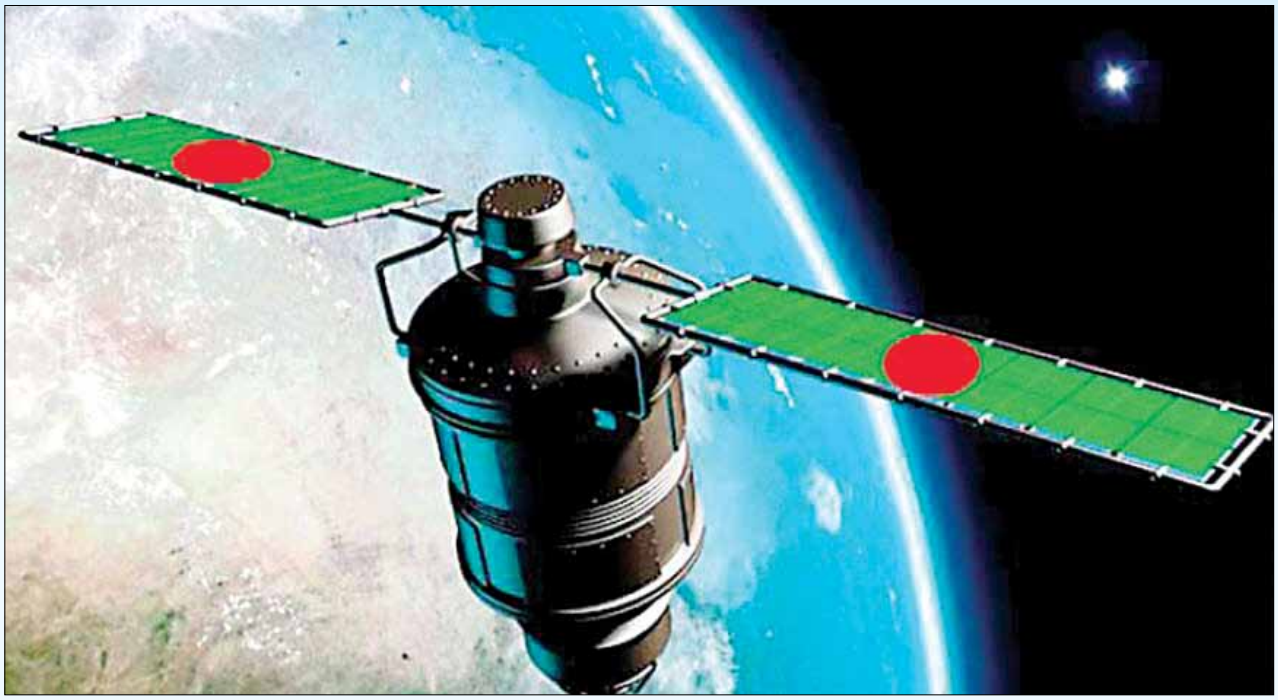

বঙ্গবন্ধু-১ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম জিওস্টেশনারি কম্যুনিকেশন বা যোগাযোগ স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ বাংলাদেশ সময় ২ মে শুক্রবার রাত ২টা ১৪ মিনিটে সফল উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মহাকাশের বুকে ৫৭তম দেশ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করল। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর ওজন ৩.৭ টন বা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কেজি। এটির ডিজাইন এবং তৈরি করেছে ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেস। চলো জেনে নিই এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য।

স্যাটেলাইট কী?

স্যাটেলাইট হলো মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ। স্পুটনিক-১ হলো মানুষের তৈরি প্রথম স্যাটেলাইট। ১৯৫৭ সালে তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায়। বর্তমানে পৃথিবীর ৫৭টি দেশের

অসংখ্য স্যাটেলাইট ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। টিভি ও রেডিও সিগন্যাল প্রেরণ ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইট সাধারণত পৃথিবী থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে।

বঙ্গবন্ধু-১কোন ধরনের স্যাটেলাইট

সাধারণত মহাকাশে নানা ধরনের স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ পাঠানো হয়। এগুলোর মধ্য রয়েছে-আবহাওয়া স্যাটেলাইট, পর্যবেক্ষক স্যাটেলাইট, ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট ইত্যাদি। মহাকাশে এ ধরনের স্যাটেলাইট আছে ২ হাজারের বেশি। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ হলো যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কী কাজ করবে?

এই স্যাটেলাইটটি আমাদের নানা ধরনের উপকার করবে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার এবং ইন্টারনেট সুবিধাসহ ৪০টি সেবা দিতে পারবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বহাল রাখবে এই স্যাটেলাইট। দেশের দুর্গম দ্বীপ, নদী ও হাওর এবং পাহাড়ি অঞ্চলে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে টেলিযোগাযোগ সেবা চালু সম্ভব হবে। এছাড়া যেসব জায়গায় অপটিক কেবল বা সাবমেরিন কেবল পৌঁছায় নি, সেসব জায়গায় ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত হবে।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে মহাকাশে পাঠানো হয়।

সূত্র এবং ছবি: ইন্টারনেট ও বিভিন্ন সংবাদপত্র

গ্রীষ্মের ছড়া

খোন্দকার শাহিদুল হক

আম

লেংড়া-চৌষা-ফজলি-গুটি
ক্ষিরসাপাতি আম
সবাই জানে বউভোলানি
হিমসাগরের নাম।
আম্রপলি-আশ্বিনা আর
গোবিন্দভোগ চিনে
কাঁচামিঠা-হাড়িভাঙ্গা
আনতে হবে কিনে।
কলাবতী-সিঁদুরকোটা
সুন্দরী-বোম্বাই
মন ছুটে যায় গুলাবখাসের
সুবাস যদি পাই।
দুধসাগর ও লক্ষণভোগের
অসাধারণ স্বাদ
মল্লিকা আর বাদশাভোগও
যায় না যেন বাদ।
কত রকম ভোগ রয়েছে
সুরমা এবং বারি
খেতে হবে মধুমাসে
যে যতটা পারি।

ফলের ঋতু গ্রীষ্মকাল

গ্রীষ্মকালে আম-কাঁঠালের
মিষ্টি-মধুর গন্ধতে
মন ছুটে যায় গাঁয়ের বাড়ী
বিদ্যালয়ের বন্ধতে।

বেল-পেয়ারা আমড়া-আতা
সঙ্গে আরও জাম লিচু
হাত বাড়ালেই পেতে পারি
ডাল যদি হয় সব নিচু।

ডেউয়া-কলা-গাব-আনারস
ঐ তো গাছে পাকছে তাল
ফল খেতে চাও মনে রেখো
ফলের ঋতু গ্রীষ্মকাল।

শিশুদের আঁকা ছবি

ছবিটি এঁকেছে: সুমাইয়া, *পর্যায়:* দক্ষ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, আমতলী, বরিশাল

ছবিটি এঁকেছে: আমেনা, *পর্যায়:* স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, বরগুনা, বরিশাল

অংকের ম্যাজিক

আবারও অংকের ম্যাজিক..!!

আজও কিন্তু খাতা কলম লাগবে। তাহলে ম্যাজিকটা শুরু করা যাক। এজন্য তোমার বন্ধুকেও খাতা কলম নিতে বলো। যদিও এই অংকের ম্যাজিকটি ছোট্ট ও সহজ। কিন্তু খুবই মজার। যাকে ম্যাজিক দেখাবে তাকে বলো পাশাপাশি তিনটি একই রকম সংখ্যা লিখতে। সে কত সংখ্যা নিলো তা কিন্তু তোমায় বলবে না। যেমন- ১১১। তারপর তাকে ঐ তিনটি সংখ্য যোগ করতে বলো। ঐ যোগফল দিয়ে আবার এই তিন অংকের সংখ্যাকে ভাগ করতে বলো। যদি সে ১১১ এই সংখ্যাটি নেয়, তবে তার যোগফল ১+১+১=৩ হবে। এরপর ভাগ করলে ১১১÷৩ = ৩৭ হবে। এখন তার উত্তর যে ৩৭ এটা কিন্তু তুমি না দেখেই বলে দিতে পারবে। কিন্তু কীভাবে???

তোমরা কেউ ম্যাজিকটি পারলে আমাদেরও জানাও। ম্যাজিকের নিয়ম লিখে নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। ঠিকানাসহ তোমাদের নাম ছাপা হবে আলাপে

আগের সংখ্যার উত্তর

গত সংখ্যার অংকের ম্যাজিকের সূত্র কিন্তু খুবই সহজ। তোমার বন্ধু খাতায় যা খুশি সংখ্যা নিক। তা নিয়ে তোমার মোটেও ভাবতে হবে না। তোমার বলে দেয়া নিয়ম মতো সে সম্পূর্ণ অংক করে যাক। তুমি শুধু কেটে দেয়া সংখ্যাটি শুনে নিবে। এবার তাতে কত যোগ করলে ৯ হয় সেটাই উত্তরে বলবে। এটাই হলো এই খেলার নিয়ম। ধরো তোমার বন্ধু বলল সে ৪ কেটেছে, তাহলে তুমি বলবে ৫ আছে। ৪ আর ৫ মিলে কত হয়? ঘটনাটা বুঝতে পেরেছ? কয়েকবার নিজে নিজে খেলাটি খেলে দেখো। দেখবে কত্তো মজার খেলা এটি।

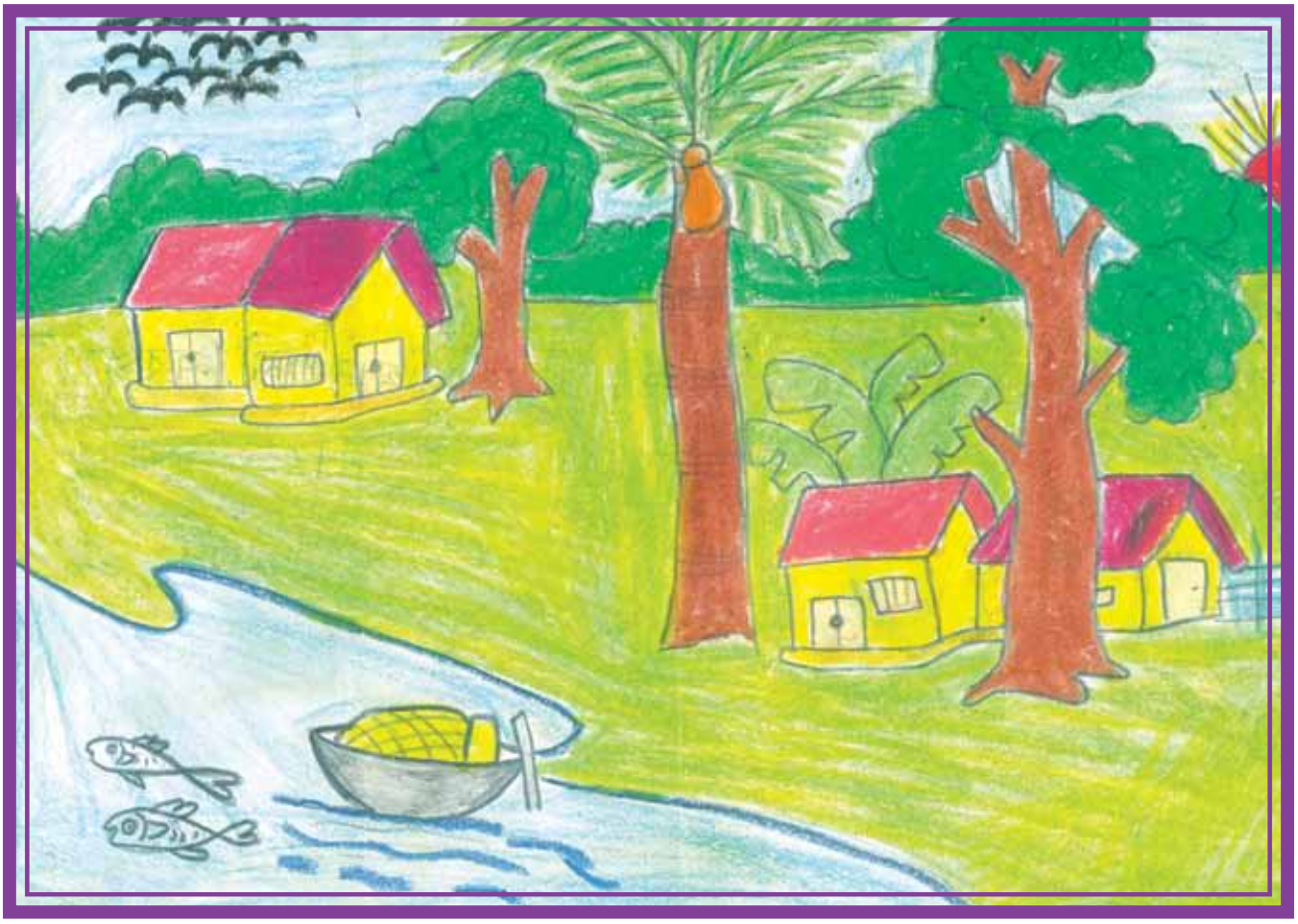

ছবিটি এঁকেছে: মাহফুজা, *পর্যায়:* দক্ষ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, বরগুনা, বরিশাল

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission